সূরা যিলযাল

16-May-2024

২৬ রমযানুল মোবারকের ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَارَسُوْلَ الله وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا حَبِیْبَ الله
اَلصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ یَا نَبِیَّ الله وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ یَا نُوْرَ الله

نَوَیْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, স্মরণে আসা মাত্রই ইতিকাফের নিয়্যত করে নিবেন, ফলে যতক্ষণ মসজিদে অবস্থান করবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে।মনে রাখবেন! মসজিদে পানাহার করা, শয়ন করা বা সাহরী, ইফতার করা, এমনকি আবে যমযম পান করা অথবা ফুঁক দেওয়া পানি পান করাও জায়িয নেই, তবে ইতিকাফের নিয়্যত থাকলে এসব কিছু আনুষাঙ্গিকভাবে জায়িয হয়ে যাবে।ইতিকাফের নিয়্যত যেনো শুধুমাত্র পানাহার, বা ঘুমানোর জন্য না হয়, বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য হয়।ফাতাওয়ায়ে শামীতে উল্লেখ রয়েছে, যদি কেউ মসজিদে পানাহার করতে বা ঘুমাতে চায়, তবে সে যেনো ইতিকাফের নিয়্যত করে নেয়, কিছুক্ষণ আল্লাহর যিকির করবে, তারপর যা খুশি করবে (অর্থাৎ সে চাইলে খাবার-দাবার বা ঘুমাতে পারবে)

দরূদ শরীফের ফযীলত

আমাদের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ مِاءَةً كَتَبَ اللهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بَرَاءَةً مِّنَ النِّفَاقِ وَبَرَاءَةً مِّنَ النَّارِ وَاَسْكَنَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একশত (১০০) বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে আল্লাহ পাক তার দুই চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন এই ব্যক্তি নিফাক ও জাহান্নামের আগুণ থেকে মুক্ত এবং তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন। **(মু'জামুল আওসাত, ৫/২৫২ পৃ:, হাদিস: ৭২৩৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সূরা যিলযালের ফযিলত

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আনাস বিন মালেক رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, নবীয়ে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে (ব্যাক্তি) সূরা যিলযাল তিলাওয়াত করলো, এটি তার জন্য অর্ধ কুরআনের সমান, যে (ব্যাক্তি) সূরা কাফিরুন পাঠ করলো, এটি তার জন্য এক চতুর্থাংশ (One 4th) কুরআনের সমান এবং যে সূরা ইখলাস তিলাওয়াত করলো, এটি তার জন্য এক তৃতীয়াংশ (One 3rd) কুরআনের সমান।

(তিরমিযী, কিতাব: ফাযায়িলুল কুরআন, ৬৭২ পৃ:, হাদিস: ২৮৯৩)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূরা যিলযাল মাদানী সূরা ✦ ৩০ পারা কুরআনের মধ্যে সবচেয়ে সংক্ষিপ্ত সূরার অন্তর্ভূক্ত ✦ এই সূরার মধ্যে একটি রুকু, ৮টি আয়াত এবং ৩৫টি শব্দ রয়েছে।**(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ৩০, সূরা যিলযাল, খন্ড: ১০, পৃষ্ঠা: ৭৮৭)**

আজীবনের জন্য খুবই চমৎকার উপদেশ

কুরবান হয়ে যান! এই ৩৫টি শব্দের মধ্যে খুবই সুন্দর উপদেশ দেয়া হয়েছে যদি আমরা শুধুমাত্র একটি উপদেশও মজবুত সহকারে পালন করতে পারি এবং সেটার উপর পরিপূর্ণরুপে আমলকারী হয়ে যাই তবে আমাদের পুরোটা জীবন সুন্দর হয়ে যাবে।একবার এক ব্যক্তি নবী করীম صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলো আর বললো: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমাকে কুরআনে করীমের একটি ব্যাপক সূরা পড়িয়ে দিন! রাসূলে পাক صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাকে সূরা যিলযাল তিলাওয়াত করে শুনালেন, যখন তিনি এই সূরা সম্পূর্ণ তিলাওয়াত করে নিলেন তো সেই ব্যাক্তিটি আরয করলো: সেই সত্তার শপথ যিনি

www.dawateislami.net

আপনাকে সত্য নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন! আমি সব সময় এটার উপর অটল থাকবো এবং এটা থেকে কিছু বৃদ্ধি করবো না। এটা বলে সেই ব্যাক্তিটি ফিরে গেলো। এতে আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ২বার বললেন: اَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ اَفْلَحَ الرُّوَيْجِلُ লোকটি সফল হয়ে গেলো, লোকটি সফল হয়ে গেলো। **(সুনানে আবু দাউদ, ২৩০ পৃ:, হাদিস: ১৩৯৯)**

হযরত যায়েদ বিন আসলাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, একবার এক ব্যাক্তি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র দরবারে উপস্থিত হলো, নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক সাহাবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ কে বললেন: এই (নতুন আগমনকারী ব্যাক্তি) কে কুরআনে কারীম শেখাও...! সেই সাহাবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ঐ ব্যক্তিকে সূরা যিলযাল শেখানো শুরু করলেন, যখন তিনি সূরা যিলযালের সপ্তম আয়াত শেখালেন তখন সেই ব্যাক্তিটি বললো: ব্যাস! আমার জন্য যথেষ্ট। সেই সাহাবি رَضِیَ اللهُ عَنْهُ রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! সে এখনো সপ্তম আয়াত পর্যন্ত শিখেছে মাত্র আর সে বলছে: আমার জন্য যথেষ্ট। হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: তাকে ছেড়ে দাও! তার فَقَاهَت (অর্থাৎ দ্বীনের শিক্ষা) অর্জন হয়ে গেছে। **(তাফসীরে দুররে মনসুর, পারা: ৩০, সূরা যিলযাল, খন্ড: ৮, পৃষ্ঠা: ৫৯৬)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতীয়মান হলো কুরআনে কারীমের এই ৩৫ শব্দ সম্বলিত (অর্থাৎ সম্পূর্ণ সূরা যিলযাল) যদি তাকে বুঝিয়ে মস্তিষ্কে বসিয়ে দেয়া হয় আর বান্দা সেই অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করে তো! اِنْ شَآءَ الله পুরো জীবন সফলভাবে অতিবাহিত করবে।

সূরা যিলযালের মূল বিষয়বস্তু

মৌলিকভাবে সূরা যিলযালের মধ্যে মানুষের দায়িত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে অর্থাৎ এটা বলা হয়েছে যে, মানুষ এই দুনিয়াতে লাগামহীন নয় বরং সে নিজের জীবনের প্রতিটি মিনিটের নিজেই যিম্মাদার, সে এই দুনিয়াতে ভালো করুক বা মন্দ, তার প্রত্যেকটি ছোট থেকে ছোট আমলও সংরক্ষণ করে রাখা হবে, কিয়ামতের দিন তাকে আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত করা হবে এবং তাকে তার প্রতিটি আমলের জবাব দিতে হবে। মোটকথা মানুষ এই দুনিয়াতে পশুদের মতো নয় বরং সে নিজের জীবনের এক একটি মূহুর্তের নিজে যিম্মাদার, তার উচিত যে, প্রতিটি মূহুর্ত চিন্তাভাবনা করে অতিবাহিত করা। আসুন! সূরা যিলযালের ব্যাখ্যা শ্রবণ করি।

সূরা যিলযালের প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যা

আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ﴿۱﴾

(পারা: ৩০, সূরা যিলযাল, আয়াত: ১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন যমীনকে থরথর করে কাঁপানো হবে, যেভাবে সেটার কাঁপানো সাব্যস্ত হয়েছে।

বার বার শক্তিশালী কম্পন আসাকে ভূমিকম্প বলা হয়ে থাকে। **(মুফরাদাতে ইমাম রাগিব, ২৩১ পৃ:)** ভূমিকম্প সাধারণত আসতেই থাকে আর এখন আধুনিক যুগ, আজকাল তো ভূমিকম্পের তীব্রতারও পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

কিয়ামতের ভূমিকম্পের তীব্রতার বর্ণনা

পৃথিবীর এই ভূমিকম্প যার পরিমাপ করা হয়ে থাকে, যেটা যমিনের কোন নির্দিষ্ট অংশের মধ্যে ধ্বংস বয়ে আনে, ঐসব ভূমিকম্প আসার একটি প্রকাশ্য কারণ যেটা সায়্যিদি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিপিবদ্ধ করেছেন, তা হলো এটি যে, একটি বড় পাহাড়, যার শিকড়গুলো যমিনের গভীরে বিস্তৃত রয়েছে, যেই যমিনের উপর ভূমিকম্পের নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে, সেই পাহাড় তার সেই স্থানের শিকড়গুলোকে নাড়া দিয়ে থাকে, যার ফলে ভূমিকম্প হয়ে থাকে। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়্যা, খন্ড: ২৭, পৃষ্ঠা: ৯৩)** এখন একটু গভীর চিন্তা করে দেখুন শুধুমাত্র পাহাড়ের শিকড় যা যমিনের ভিতর রয়েছে, সেগুলো নড়ে উঠে তো এমনই ধ্বংস নিয়ে আসে যে, হৃদয় স্পন্দিত হয়ে যায়, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি শুধুমাত্র পরিমাপ করতে পারে, ভূমিকম্প আটকাতে পারে না, বড় বড় মজবুত ভবন ধ্বসে পড়ে, মানুষ যতই শক্তিশালী হোক না কেনো, কেঁপে উঠে, এখন একটু সেই ভূমিকম্পের ব্যাপারে কল্পনা করে দেখুন! যখন পাহাড়ের শিকড়গুলো নড়াচড়া করবে না বরং স্বয়ং পাহাড় কেঁপে উঠে তুলার ন্যায় আকাশে উড়তে থাকবে, তারকারাজি বৃষ্টির মতো করে যমিনে নিক্ষিপ্ত হবে, চাঁদ ও সূর্য আলোহীন হয়ে যাবে, ঐসময় যেই ভূমিকম্প হবে, সেটার তীব্রতার ব্যাপারে কি কল্পনা করা যাবে? কোন বৈজ্ঞানিক যন্ত্র কি রয়েছে যেটা সেই ভূমিকম্পকে পরিমাপ করতে পারবে...? কখনো না!!!

উদহারণসহ কিয়ামতের ভূমিকম্পের ব্যাখ্যা

অদৃশ্যের সংবাদদাতা নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কিয়ামতের এই ভয়াবহ ভূমিকম্প একটি উদাহরণ দ্বারা বুঝিয়েছেন, হাদিসের ব্যাখ্যা: ওই

সময় যমিনের উদাহরণ এমন হবে, যেনো সমুদ্রের একটি নৌকা তুফানের কবলে পড়েছে আর চারিদিক থেকে প্রবল তুফানের ঢেউ এসে সেই নৌকাটিকে ধাক্কা দিচ্ছে আর নৌকার যাত্রীরা মুখ নিচের দিকে হয়ে ডুবে যাচ্ছে, যেমনিভাবে সেই নৌকাটি দোলবে, কিয়ামতের দিনের ভূমিকম্পের সময় যমিনও তেমনিভাবে নড়াচড়া করবে।

(মুসনাদে ইসহাক বিন রাহওয়াইয়াহ, মুসনাদু আবি হুরায়রা, খন্ড: ১, পৃ: ২৬১, হাদিস: ১০)

কিয়ামতের দিনের ভূমিকম্পের ভয়াবহতা

পারা: ১৭, সূরা হজ্ব, আয়াত: ১ ও ২ এর মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَیْءٌ عَظِیْمٌ ﴿۱﴾ یَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّاۤ اَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় ক্বিয়ামতের প্রকম্পন অতি ভয়ংকর বস্তু। যেদিন তোমরা তা প্রত্যক্ষ করবে, প্রত্যেকটি স্তন্যদাত্রী আপন দুগ্ধপায়ী শিশুকে ভুলে যাবে এবং প্রত্যেক গর্ভবতী তার গর্ভপাত করে ফেলবে।

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন কিয়ামতের ভূমিকম্প সংগঠিত হবে, তখন দুগ্ধপানকারীনি মা তার দুধের বাচ্চাকে ভুলে যাবে, গর্ভবতী মহিলার গর্ভপাত হয়ে যাবে, আতঙ্কের কারণে শিশুরা বৃদ্ধ হয়ে যাবে, তখন অদ্ভুত একটা পরিস্থিতি হবে, মানুষ এদিক সেদিক পালিয়ে বেড়াবে, একে অপরকে ডাকতে থাকবে।

(মুসনদে ইসহাক বিন রাহওয়াইয়াহ, মুসনাদু আবি হুরায়রা, খন্ড: ১, পৃ: ২৬১, হাদিস: ১০)

হে আশিকানে রাসূল! এটা হলো কিয়ামতের ভূমিকম্প...! যেটা দুনিয়াকে ধ্বংস ও বরবাদ করে দিবে। এই ভূমিকম্পের ব্যাপারে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا ۙ﴿۱﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যখন যমীনকে থরথর করে কাঁপানো হবে। যেভাবে সেটার কাঁপানো সাব্যস্ত হয়েছে।

সূরা যিলযালের দ্বিতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা

সূরা যিলযালের দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَ اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَثْقَالَهَا ۙ﴿۲﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং যমীন স্বীয় বোঝা বাইরে নিক্ষেপ করবে।

এক বর্ণনা অনুযায়ী এই আয়াতের অর্থ হলো এটি যে, যখন কিয়ামতের ভূমিকম্প হবে, যমিন প্রচন্ডভাবে কেঁপে উঠবে, আশ্চর্যকর পরিস্থিতি হবে, লোক এদিক সেদিক ছুটবে, তখন স্বর্ণ, রুপা ইত্যাদির সমস্ত খনি যা যমিনের ভিতর রয়েছে, যমিন সেগুলোকে বের করে দিবে। ইমাম ফখরুদ্দীন রাযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তখন পৃথিবীর উপরিভাগ স্বর্ণ (রুপা ইত্যাদির ভান্ডার) দ্বারা সুসজ্জিত থাকবে কিন্তু কেউ সেই ভান্ডারের দিকে চোখ তুলে তাকাবে না, মূলত সেই স্বর্ণ (রুপা ইত্যাদি ভান্ডার) ডাক দিয়ে দিয়ে বলবে: লোকেরা...! ★ আমিই তো সেই যার জন্য তোমরা তোমাদের দুনিয়া ধ্বংস করতে ★ আমিই তো সেই যার জন্য তোমরা নিজেদের দ্বীনের ক্ষতি করেছো।

(তাফসীরে কবীর, পারা: ৩০, আয়াতের পাদটিকা: ২, খন্ড: ১১, পৃ: ২৫৪)

★ হ্যাঁ! হ্যাঁ! আমার জন্যই তোমরা একে অপরের গলা কেটে দিতে ★ আমার জন্যই তোমরা আপন ভাইয়ের কলার ধরতে ★ আমার

লোভে পড়ে তোমরা মা-বাবাকে কষ্ট দিতে ★ আমার জন্যই তো তোমরা প্রতিযোগিতা করতে ★ আমাকে অর্জন করার লালসায় তোমরা নামায কাযা করতে ★ রোযা বর্জন করতে। আফসোস...! তখন স্বর্ণ রুপা ইত্যাদি মুখের ভাষায় বলবে কিন্তু কেউ সেগুলোর দিকে দৃষ্টি দিবে না।

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন : যমিন স্বর্ণ ও রুপার স্তম্ভের মতো নিজের কলিজার টুকরা উগরে দিবে ★ হত্যাকারী সেগুলোকে দেখে বলবে: এই (সম্পদ) এর কারণেই তো আমি হত্যা করেছিলাম ★ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী বলবে: এর কারণেই তো আমি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করেছিলাম ★ চোর দেখে বলবে: এর কারণে আমি চুরি করেছিলাম আর আমার হাত কেটে দেয়া হয়েছিলো। অতঃপর সবাই সেই সম্পদকে ছেড়ে দিবে এবং কেউ তা থেকে কিছুই নিবে না।

(মুসলিম, কিতাবুয যাকাত, পৃ: ৩৬৩, হাদিস: ১০১৩)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

সূরা যিলযালের তৃতীয় আয়াতের ব্যাখ্যা

আল্লাহ পাক সূরা যিলযালের মধ্যে আরও ইরশাদ করেন:

وَ قَالَ الْاِنْسَانُ مَا لَهَا ۚ﴿۳﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এবং মানুষ বলবে, ‘সেটার কি হয়েছে।

অর্থাৎ কিয়ামতের দিনের সেই ভয়ানক ভূমিকম্পের সময় যে, লোক উপস্থিত থাকবে, তারা অবাক হয়ে বলবে: যমিনের কি হয়েছে? এটা কেনো এইভাবে নড়াচড়া করছে...?

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ৩০, সূরা যিলযাল, আয়াতের পাদটিকা: ৩, খন্ড: ১০, পৃ: ৭৯০)

ইমাম ফখরুদ্দিন রাযি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওলামায়ে কেরামের একটি অভিমত হলো এটি যে, অমুসলিম যে কিয়ামতকে অস্বীকার করে, যখন কিয়ামত সংগঠিত হবে, মৃতদেরকে পূনরায় জীবিত করা হবে, তখন অমুসলিমরা হতভম্ব হয়ে বলবে: مَالَهَا؟ এই যমিনের কি হয়েছে? **(তাফসীরে কবীর,পারা ৩০,সূরা যিলযাল,আয়াতঃ৩,খন্ড:১১,পৃষ্টা ২৫৫)** অর্থাৎ আমরা তো স্বীকারও করতাম না যে, কিয়ামত সংগঠিত হবে,এটা কিভাবে এসে গেলো? সূরা ইয়াসিন শরীফে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: যখন মৃতদেরকে জীবিত করা হবে তখন অমুসলিমরা বলবে:

مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا ۜ

(পারা: ২৩, সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৫২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: কে আমাদেরকে নিদ্রা থেকে জাগ্রত করলো।

মুসলমান যারা কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখতো, তারা সেই অমুসলিমদের উত্তরে বলবে:

هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ

(পারা: ২৩, সূরা ইয়াসিন, আয়াত: ৫২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এটা হচ্ছে তাই, যার পরম করুণাময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছেন।

সূরা যিলযাল, আয়াত: ৪-৫ এর ব্যাখ্যা

সূরা যিলযালে আল্লাহ পাক আরো ইরশাদ করেন:

يَوْمَىِٕذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا ۙ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐদিন সে তার সংবাদসমূহ বর্ণনা করবে।

অর্থাৎ যখন এই ফয়সালা হয়ে যাবে, কিয়ামত সংগঠিত হয়ে যাবে, সকলে হাশরের ময়দানে পৌঁছে যাবে, তখন যমিন বলবে, যমিন

তার সংবাদগুলো বর্ণনা করবে, যমিন বলবে কে কে যমিনের উপর আমল করেছে? **(তাফসীরে কবীর, পারা: ৩০, সূরা যিলযাল, আয়াতের পাদটিকা: ৪, খন্ড: ১১, পৃ: ২৫৫)** আর এটা কিভাবে হবে? যমিনতো প্রাণহীন, তার তো ভাষাও নেই, অতঃপর যমিন কিভাবে বলবে? আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحٰى لَهَا ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: এ জন্য যে, আপনার প্রতিপালক সেটার প্রতি আদেশ পাঠিয়েছেন।

আল্লাহ পাক তার প্রিয় হাবিব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم যাকে অনেক শান দান করেছেন, যাকে শক্তি দান করেছেন, তাঁর ইশারায় চাঁদ দ্বিখন্ডিত হয়ে যায়, তিনি ইশারা করেন তো পাথর কালিমা পাঠ করতে থাকে, তাঁর উসিলায় প্রাণহীন পাথরের মধ্যে প্রাণ সঞ্চার হয়, বৃক্ষ, পাথর তাঁর খেদমতে সালাম পেশ করে, যখন আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দয়ায় এমন ক্ষমতার অধিকারী তো স্বয়ং আল্লাহ পাকের ক্ষমতা কি রকম হবে...!! সুতরাং যমিন যদিওবা প্রাণহীন, যমিন কথা বলতে পারে না, যমিনের মুখ নেই, যমিনের কান ও চোখ নেই কিন্তু আল্লাহ পাকের কুদরত যে, যমিন আমাদের আমলগুলো দেখে এবং কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহ পাক নির্দেশ দিবেন তো এই যমিন কথা বলবে এবং আমাদের আমলের ব্যাপারে সংবাদও দিবে।

কিয়ামতের দিন যমিন সাক্ষ্য দিবে

হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই আয়াত: يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا তিলাওয়াত করলেন, অতঃপর বললেন: তোমরা কি জানো যে এই (যমিন) এর সংবাদ কি? সাহাবায়ে কেরামগণ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ বললেন: আল্লাহ পাক ও তার প্রিয় রাসূল

www.dawateislami.net

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ভালো জানেন। রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: যমিনের সংবাদ হলো এটি যে যমিন পুরুষ ও নারীর ব্যাপারে তাদের আমলের ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে যা তারা তার পিঠের উপর করেছে, সে বলবে: সে অমুক দিন এই আমল করেছে এবং সে অমুক দিন এই আমল করেছে, এটাই হলো তার সংবাদ। **(তিরমিযী, ৫৭৭ পৃ:, হাদিস: ২৪২৯)**

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা আমিরুল মুমিনিন মাওলা আলী মুশকিল কোশা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পবিত্র স্বভাব ছিলো যে তিনি যখন বায়তুল মাল থেকে ভান্ডার বন্টন করতেন তো সেখানে নামায আদায় করতেন এবং বায়তুল মালের দরজা ও দেয়াল, এবং সেটার যমিনকে সম্বোধন করে বলতেন: বায়তুল মালের দরজা ও দেয়াল! সাক্ষী হয়ে যাও! আমি সত্য সহকারে তোমার মধ্যে ভান্ডার রেখেছি এবং সত্য সহকারেই ব্যয় করেছি। **(তাফসীরে কবীর, পারা: ৩০, সূরা যিলযাল, আয়াতের পাদটিকা: ১১, পৃ: ২৫৫)**

হে আশিকানে রাসূল! এই যমিন যেহেতু কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য দিবে, সুতরাং এর ব্যাপারে সতর্ক থাকা প্রয়োজন, আমাদের উচিত যমিনকে আমাদের নেকী সমূহের সাক্ষী বানানো, যমিনের উপর নামায পড়া, আল্লাহ পাকের যিকির করে এই যমিনকে, এই বৃক্ষাদিকে, পাথরগুলোকে, যমিনের ধূলিকণাগুলোকে নিজেদের সাক্ষী বানিয়ে নেয়া।

রাস্তাকে আল্লাহ পাকের যিকিরের সাক্ষী বানাতেন

হযরত আবুল মালিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর মুবারক স্বভাব ছিলো কোথাও যাওয়ার সময় তিনি আল্লাহ পাকের যিকির করতে থাকতেন, যদি কখনো আল্লাহ পাকের যিকির করতে ভুলে যেতেন তবে পূনরায় ফিরে আসতেন আর দ্বিতীয়বার সেই রাস্তায় আল্লাহ পাকের যিকির করে অতিক্রম করতেন

www.dawateislami.net

আর বলতেন: আমি চাই যে যমিনের যেই অংশ দিয়ে অতিক্রম করবো সেটা যেনো কিয়ামতের দিন আমার যিকিরের সাক্ষ্য দেয়।

(তানবীহুল মুগতাররীন, ৮৮ পৃ:)

سُبْحَانَ الله! আমাদের বুযুর্গদের আদর্শ কিরুপ সুন্দর ছিলো যে, যদি কোন গলি দিয়ে অতিবাহিত করার সময় আল্লাহ পাকের যিকির করা ভুলে যেতেন তাহলে পূনরায় ফিরে আসতেন এবং আবারও সেই রাস্তা দিয়ে আল্লাহ পাকের যিকির করে অতিক্রম করতেন যে, কোন গলি, কোন রাস্তা যেনো এমন না থাকে যেটা আল্লাহ পাকের যিকির থেকে খালি থেকে যায়। আফসোস! আর হলাম আমরা যারা অলসতার মধ্যে রয়েছি, আফসোস! এমন হতভাগাও রয়েছে যারা সফরের মধ্যে গুনাহে লিপ্ত থাকে, কারের মধ্যে, বাসে, ট্রেন ও বিমান ইত্যাদির মধ্যে সিনেমা, নাটক দেখে আর গান শুনে শুনে সময় কাটায়, রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় মোবাইলে গান শুনে অথবা গুণগুণ করে গান গেয়ে গেয়ে যায়। এমন লোকদের চিন্তা করা উচিত যে তারা যমিনকে কোন বিষয়ে সাক্ষী বানিয়ে রাখছে। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: تَحَفَّظُوْا مِنَ الْاَرْضِ অর্থাৎ যমিন থেকে বেঁচে থাকো...! وَاِنَّهٗ لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ عَمِلَ عَلَيْهَا خَيْرًا فَاِنَّهَا اُمُّكُم নিশ্চয় এটি তোমাদের মূল وَّ شَرًّا اِلَّا هِيَ مُخْبِرَةٌ যেই বান্দা এই যমিনের উপর বিন্দু পরিমাণ নেকী করবে অথবা মন্দ কাজ করবে, কিয়ামতের দিন এই যমিন সেই ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে।

সাতটি ঢিল পাহাড় হয়ে গেলো...!

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমাদের বুযুর্গদের অভ্যাস ছিলো তারা যমিনকে নিজেদের সাক্ষ্য বানিয়ে নিতেন।সায়্যিদি আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত ইমাম

আহমদ রযা رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ একবার জাবালপুর তাশরিফ নিলেন, সেখানে তিনি পাহাড়ের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন, তাঁর সাথে যেসব মুরিদ ও অন্যান্য লোক ছিলো, তারা বিভিন্ন কথাবার্তা বলছিলো, এতে পীরে কামিল সায়্যিদি আ'লা হযরত ইমামে আহলে সুন্নাত رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ বললেন: এসব পাহাড়কে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে সাক্ষী কেনো বানিয়ে নিচ্ছো না...!! অতঃপর তিনি একটি ঈমান উদ্দীপক ঘটনা শুনালেন: এক ব্যক্তির সাধারণত অভ্যাস ছিলো যখন মসজিদে যেতেন তখন ৭টি ঢিল যা মসজিদের বাহিরে রাখা ছিলো, কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করে সেগুলোকে তাঁর ঈমানের সাক্ষী বানিয়ে নিতেন, একইভাবে যখন ফিরে আসতেন তখনও সাক্ষী বানিয়ে নিতেন। তাঁর ইন্তেকালের পর ফেরেশতারা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে গেলো, সেই সাতটি ঢিল পাহাড়ে পরিণত হয়ে জাহান্নামের সাতটি দরজা বন্ধ করে দিলো আর বললো: আমরা এর কালিমায়ে শাহাদাতের সাক্ষী। এইভাবে ঢিলগুলোকে সাক্ষী বানানোর বরকতে তিনি জাহান্নাম থেকে মুক্তি লাভ করলেন।অতঃপর আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللہِ عَلَیۡہِ সকলকে উৎসাহ দিতে গিয়ে বললেন: যেহেতু ঢিল পাহাড় হয়ে জাহান্নাম থেকে অন্তরালে পরিণত হয়ে গেলো তো এগুলোও তো পাহাড়। এটা শুনে সকলে উচ্চ আওয়াজে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করতে লাগলো।

(মলফুযাতে আ'লা হযরত, ৩১৩ পৃ:, সারাংশ)

আমীরে আহলে সুন্নাতের উত্তরসূরী, আলহাজ্ব মাওলানা উবাইদ রযা আত্তারী মাদানী مُدَّ ظِلُّهُ الۡعَالِی বলেন: ১৪১৮ হিজরির কথা, আমরা শারজাতে ছিলাম, একবার কোথাও যাচ্ছিলাম শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ একটি বৃক্ষের নিচে দাঁড়ালেন আর উঁচু আওয়াজে

www.dawateislami.net

কালিমা পাঠ করলেন, জিজ্ঞাসা করাতে বললেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি এই বৃক্ষটিকে উচ্চ আওয়াজে কালিমায়ে তায়্যিবা শুনিয়ে নিজের ঈমানের সাক্ষী বানিয়েছি।

আল্লাহ পাক আমাদেরও যমিনকে, বৃক্ষকে, পাথর ইত্যাদিকে নিজেদের নেকী সমূহের, নিজেদের ঈমানের সাক্ষী বানানোর তাওফিক দান করুক। اٰمِين بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সূরা যিলযালের আয়াত নং: ৬ এর ব্যাখ্যা

সূরা যিলযাল, আয়াত: ৬ এ আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

يَوْمَىِٕذٍ يَّصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا ۙ لِّيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: ঐদিন মানুষ স্বীয় প্রতিপালকের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে বিভিন্ন রাস্তা ধরে, যাতে তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ দেখানো হয়।

এই আয়াতের একটি অর্থ হলো এটি যে কিয়ামতের দিন যখন কবরসমূহ থেকে উঠানো হবে তখন লোকেরা হাশরের ময়দানে দিকে যাবে আর বিভিন্ন অবস্থায় থাকবে, কারো চেহারা সাদা হবে, কারো চেহারা কালো হবে, কেউ আরোহন অবস্থায় থাকবে আর কেউ শিকল ও রশি বাঁধা অবস্থায় হাঁটবে, কেউ নিরাপদ অবস্থায় থাকবে আর কেউ আতঙ্কের মধ্যে থাকবে।আর এসব লোক হাশরের ময়দানের দিকে যাবে? যাতে তাদেরকে তাদের আমল দেখানো হয়।

(তাফসীরে সিরাতুল জিনান, পারা: ৩০, সূরা যিলযাল, আয়াতের পাদটিকা: ৬, খন্ড: ১০, পৃ: ৭৯২)

www.dawateislami.net

সূরা যিলযালের আয়াত: ৭-৮ এর ব্যাখ্যা

সূরা যিলযালের শেষ আয়াতের মধ্যে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ ۝ فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: সুতরাং যে অণু পরিমাণ সৎকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে।আর যে অণু পরিমাণ মন্দ কাজ করবে, তাও দেখতে পাবে।

এটা হলো আমাদের দায়িত্বের বর্ণনা...! যদি আমরা আধা মিনিটও নেকী করি তবে তা সংরক্ষণ করে রাখা হবে, এইভাবে যদি কেউ সামান্য কয়েক সেকেন্ডও গুনাহ করে তবে সেটাও সংরক্ষণ করে রাখা হবে এবং কিয়ামতের দিন তার সামনে রাখা হবে।সুতরাং আমাদের উপর আবশ্যক হলো আমরা যেনো আমাদের এই সংক্ষিপ্ত জীবনের একটি মূহুর্ত দায়িত্ববোধ সহকারে অতিবাহিত করি কেননা কিয়ামতের দিন আমাদের সামনে ছোট থেকে ছোট আমলগুলোও উপস্থাপন করা হবে।

সময় নষ্ট করা মুসলমানের কাজ নয়!

আমার হাতে অনেক কাজ ব্যাস "এমনিতেই (অযথা) করে থাকি, বাজারে কেনো গিয়েছিলেন? এমনিই। খেলা কেনো খেলছেন? এমনিই। মোবাইলে কি করছেন? কিছু না ব্যস এমনিই। অমুক কাজটি কেনো করেছেন? এমনিই।বন্ধুদের সাথে কি করছিলেন? কিছু না ব্যাস এমনিই, সময় কাটানো। এই যে (অযথা)", মনে রাখবেন! এটা একজন মুসলমানের মুখে মানায় না, মুসলমান কিয়ামতের উপর বিশ্বাস রাখে, আমাদের আকিদা হলো কিয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত

www.dawateislami.net

হতে হবে, আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে, অতঃপর এটা কিভাবে হতে পারে যে আমরা কোন কাজ না জেনে না বুঝে ব্যস "এমনিই" করবো...?

হযরত শুরাইহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ২জন ব্যক্তিকে অহেতুক কাজ করতে দেখে বললেন: اَلْفَارِغُ مَااُمِرَ بِهٰذَا অবসর ব্যক্তিকে এই কাজের নির্দেশ দেয়া হয়নি, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۝

(পারা: ৩০, সূরা আলাম নাশরাহ, আয়াত: ৭)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: অতএব, যখন আপনি নামায থেকে অবসর হবেন তখন দোয়ার মধ্যে পরিশ্রম করুন।

অর্থাৎ নিজের অবসর সময়কে ইবাদতের মধ্যে ব্যয় করা মানে যখন একটি ইবাদত থেকে অবসর হবে, দ্বিতীয় ইবাদত করো আর কোন সময় যেনো ইবাদত থেকে খালি না থাকে কেননা পৃথিবী সৃষ্টির মৌলিক উদ্দেশ্য হলো এটাই।

(আনওয়ারে জামালে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, পৃ: ৩২৩ সামান্য পরিবর্তন সহকারে)

কালকের জন্য অপেক্ষা করবেন না...!

আরেকটি বিপদ আমাদের মধ্যে বেশি রয়েছে তা হলো: কাল করবো। অনেক লোক নফস ও শয়তানের ধোঁকায় পড়ে নিজে নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে দেয়, যেমন আমি কাল থেকে নেকী করা শুরু করবো, এই জুমা থেকে ভালো হয়ে যাবো। রমযানুল মুবারক থেকে নামায পড়া শুরু করবো। কাল তাওবা করে নিবো ইত্যাদি। এটা শুধুমাত্র নফস ও শয়তানের ফাঁদ। একটু চিন্তা করে দেখুন! কাল আসা পর্যন্ত বা রমযানুল মুবারক আসা পর্যন্ত যেই সময়, এই সময়টাও তো আমাদের জীবনের অংশ, কিয়ামতের দিন যদি সেগুলোর হিসাব নেয়া হয় তবে আমাদের কী অবস্থা হবে...?

আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হওয়ার ভয়

হায়! আমাদের হৃদয়ে যদি আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার চিন্তাধারা গেঁথে যেতো, হায়! আমরা যদি সব সময় আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হওয়ার চিন্তা রেখে জীবন অতিবাহিতকারী হয়ে যেতাম। মনে রাখবেন! কিয়ামতের পরিক্ষা অনেক কঠিন, যদি কিয়ামতের দিন আমাদের কাছ থেকে হিসাব নেয়া হয় তবে তিরস্কার করা ছাড়া কোন উপায় থাকবে না। হযরত মানসুর মাগরিবি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: একজন নেককার লোকের ইন্তেকাল হলো, আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরুপ আচরণ করেছেন? বলতে লাগলো: আল্লাহ পাক আমাকে তাঁর দরবারে দাঁড় করালেন, আমি যেই গুনাহের স্বীকারোক্তি দিয়েছি, আল্লাহ পাক সেই গুনাহগুলো ক্ষমা করতে থাকলেন কিন্তু আমি লজ্জার কারণে একটি গুনাহের স্বীকারোক্তি দিলাম না, এক্ষেত্রে আল্লাহ পাকের দরবারে আমি এতই লজ্জিত হলাম যে আমি ঘামের মধ্যে গোসল করে ফেললাম আর আমার চেহারার মাংস খসে পড়ে গেলো। **(ইহয়াউল উলুম, খন্ড: ৫, পৃ: ৬৫৪)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেক আমল নম্বর ৪২ এর প্রতি উৎসাহ

হে আশিকানে রাসূল! নেককার, আদর্শবান ও চরিত্রবান মুসলমান হতে, সুন্নাতের উপর আমল করার উৎসাহ পেতে এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারের কাজে অংশগ্রহন করার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, এবং যেলি

হালকার ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহন করুন! নেক আমলের উপর আমল ও মাদানী কাফেলায় সফর করুন। اِنْ شَآءَ الله এর বরকতে গুনাহ বর্জন, নেকী করা ও কবর এবং আখিরাতের প্রস্তুতি গ্রহন করার মানসিকতা হবে। নেক আমলের মধ্য হতে নেক আমল নম্বর ৪২ যথা: আপনি আজ বিনয়ের এমন কোন শব্দ যা অন্তর সমর্থন করে না তা বলে নিফাক বা রিয়াকারীর অপরাধ তো করেননি? যেমন; মানুষের মনে নিজের সম্মান তৈরীর জন্য এভাবে বলা: "আমি নগন্য, অধম" আর মন তা সমর্থন করে না।এই নেক আমলের উপর আমল করার বরকতে আমরা নিফাক ও রিয়াকারীর মতো বাতেনী গুনাহ থেকে বেঁচে যাবো।

আল্লাহ পাক আমাদেরকে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ ও প্রতিমাসে যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের নিকট জমা করানোর তাওফিক দান করুন। اٰمِين

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে নেকী করার, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মানসিকতা দেয়া হয়, সুতরাং আমাদের উচিত আমরা যেনো নেকী করতে, গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে, ইলমে দ্বীন বৃদ্ধি করতে এবং নবীপ্রেম বৃদ্ধি করার জন্য দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه দাওয়াতে ইসলামী প্রায় ৮০টির চেয়েও অধিক বিভাগের মাধ্যমে নেকীর দাওয়াত ছড়িয়ে দেয়ার কাজে নিয়োজিত রয়েছে, যার মধ্য হতে একটি বিভাগ হলো মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন। শাওয়ালুল মুকাররম ১৪৩২ হিজরি

অনুযায়ী সেপ্টেম্বর ২০১১ সালে মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইন বিভাগ গঠন করা হয়েছে। এই বিভাগের অধিনে ইন্টারনেটের মাধ্যমে অনেক দেশের মুসলমানদের না শুধুমাত্র সঠিক মাখারিজ সহকারে কুরআনে পাকের শিক্ষা দেয়া হয় বরং ইসলামের মৌলিক শিক্ষা যেমন: অযু, গোসল, তায়াম্মুম, আযান, নামায, যাকাত, রোযা ও হজ্ব ইত্যাদির মাসায়িলও শেখানো হয়ে থাকে। দাওয়াতে ইসলামীর ওয়েবসাইট (www.dawateislami.net) এ এই বিভাগের বিস্তারিত বিষয়াদি ও ফরম (Admission Form) ও বিদ্যমান রয়েছে, সুতরাং মাদরাসাতুল মদীনা অনলাইনের মধ্যে ভর্তি হতে ইচ্ছুক ইসলামী ভাই দাওয়াতে ইসলামীর এই ওয়েবসাইটটি অবশ্যই ভিজিট করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বয়ানের সমাপ্তিতে সুন্নাতের ফযিলত ও কিছু আদব বর্ণনা করার সৌভ্যগ্য অর্জন করছি। প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ اَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ اَحَبَّنِي وَمَنْ اَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসলো সে আমাকে ভালোবাসলো আর যে আমাকে ভালোবাসলো সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।

(মিশকাত, খন্ড: ১, পৃ: ৫৫, হাদিস: ১৭৫)

মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা "১৬৩ মাদানী ফুল" থেকে মিসওয়াকের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করুন। প্রথমে দুইটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: ✸ মিসওয়াক করে দুই রাকাত (নামায) আদায় করা

মিসওয়াক করা ব্যতীত সত্তর (৭০) রাকাতের চেয়ে উত্তম। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ১/১০২ পৃ:, হাদিস: ১৮)** ✸ মিসওয়াক ব্যবহার করা নিজের জন্য আবশ্যক করে নাও কেননা এতে মুখের পরিচ্ছন্নতা ও (এটি) আল্লাহ পাকের নৈকট্যতার কারণ। **(মুসনদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ২/৪৩৮ পৃ:, হাদিস: ৫৮৬৯)** ✸ হযরত ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا হতে বর্ণিত, মিসওয়াকের মধ্যে দশটি উপকারিতা রয়েছে: (কয়েকটি হলো) মুখ পরিষ্কার করে, দাঁতের মাড়ি শক্ত করে, দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি করে, কফ দূরীভূত করে, মুখের দূর্গন্ধ দূর করে, সুন্নাতের অনুসরণ হয়, ফেরেশতারা খুশি হয়, আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হোন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঘোষণা

মিসওয়াকের অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়্যতি হালকায় বলা হবে সুতরাং সেগুলো জানার জন্য অবশ্যই তরবিয়্যতি হালকায় অংশগ্রহন করবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দাওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِىْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস: ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْم

www.dawateislami.net

সহনশীল দয়ালু আল্লাহ পাক ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। আল্লাহ পাক পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد